158

তারিখ ... SEP 16 1999
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

শুরু হচ্ছে মোবাইল লাইব্রেরী

বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রার যুগে সবকিছুই আমরা পেতে চাই হাতের নাগালে। থাকতে চাই যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে, আর তাই আমাদের সামনে হাজির হয়েছে মোবাইল টেলিফোন, মোবাইল ফাষ্টফুড, মোবাইল মার্কেট ইত্যাদি ব্যবস্থা যা আপনার চাওয়াকে হাতের মুঠোয় এনে দিতে প্রস্তুত। মোবাইল কালচার ক্রমেই আমাদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এই জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায়ই অল্প কিছুদিনের মধ্যে ব্যস্ত নগরীর আরেক নতুন চমক নিয়ে আসছে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে মোবাইল লাইব্রেরী বা ভ্রাম্যমান পাঠাগার।

প্রায় কোটি লোকের বসবাস এই মহানগরী ঢাকাতে। কিন্তু এই জনারণ্যে এমন লাইব্রেরী সংখ্যা খুবই কম যেখান থেকে আপনি বই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়ার সুযোগ পেতে পারেন। মুষ্টিমেয় যে কয়টি লাইব্রেরী আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাবলিক লাইব্রেরী শাহবাগ, বাংলামোটরের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বাইতুল মোকাররম চত্বরের ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার ইত্যাদি। তবে একথা সত্য যে, এই মহানগরীর বিপুল সংখ্যক পাঠক-পাঠিকা তাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই লাইব্রেরিগুলো ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। এর মূল কারণ ঢাকা মহানগরীর অপর্যাপ্ত, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য যাতায়াত ব্যবস্থা। একজন পাঠককে একটি বই লেনদেনের জন্য প্রতি সপ্তাহে যাতায়াত ভাড়া বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে তা বহন করা অনেক পাঠকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠে না। তারপর যাতায়াতের অবর্ণনীয় কষ্ট তো আছেই। আমাদের এই দেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ, আমাদের সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য অতি সামান্য। প্রতি বছর সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ঢাকায়, ঢাকার বাহিরে এমনকি বিদেশেও বইমেলার আয়োজন করে পাঠকের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তা পাঠকের

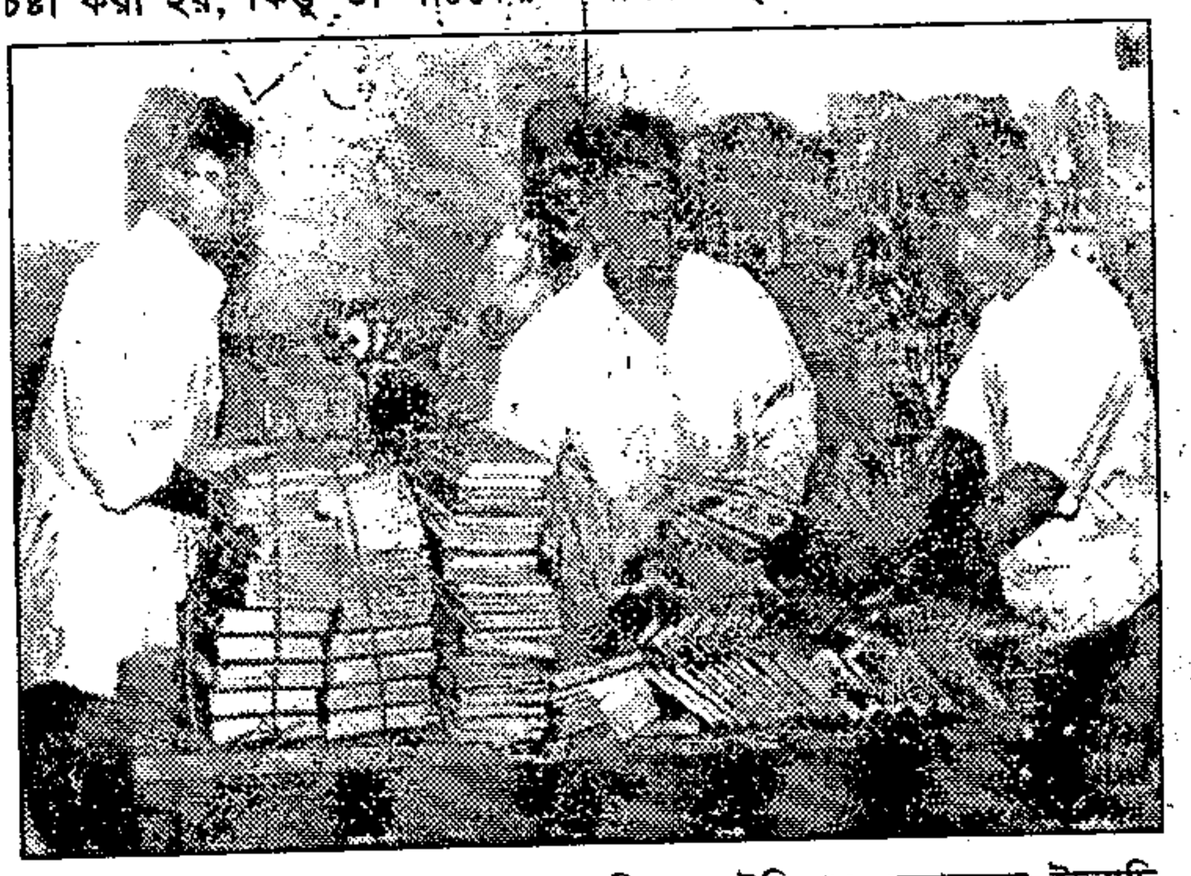

চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। গত বছর ঢাকা বই মেলার শ্লোগান ছিল "পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার চাই"– কিন্তু এমন পাড়া বা মহল্লা বোধহয় বিরল যেখানে মহল্লাবাসীর চেষ্টায় একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরির এই অনটন দূর করার জন্য নতুন প্রজন্মের সামনে জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে হাজির হচ্ছে মোবাইল লাইব্রেরি। এই মোবাইল লাইব্রেরি ইউনিটের আওতায় থাকবে ৩টি বড় আকারের সুদৃশ্য ভ্রাম্যমাণ গাড়ী। প্রতিটি গাড়ীতে থাকবে তের হাজার সুনির্বাচিত বইয়ের একটি সুন্দর লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিগুলোতে থাকবে জনপ্রিয় উপন্যাস, গল্পের বই, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতার বই, প্রবন্ধের বই, জীবনী গ্রন্থ থেকে শুরু করে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের যাবতীয় বই। এগুলোর পাশাপাশি লাইব্রেরিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও সংগীতের সংগ্রহ রাখারও চিন্তা করা হচ্ছে যা চলচ্চিত্র ও সংগীত পিপাসুদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

ঢাকা মহানগরীর ষাটটি এলাকায় এই লাইব্রেরিগুলো পূর্বঘোষণার মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়ে পাঠকদের বই লেনদেনের সুযোগ করে দেবে।

এমন একটি লাইব্রেরি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে নির্ধারিত পাড়ায় দুই ঘন্টার জন্য অবস্থান করে বই লেনদেন কাজে নিয়োজিত থাকবে। কেন্দ্র আশা করছে আগামীতে দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরগুলোতেও এই কার্যক্রম চালু করবে। যারা কেবল সদস্য হবেন তারাই এই মোবাইল লাইব্রেরি থেকে বই আদান-প্রদানের সুযোগ পাবেন। সদস্য ফি ১০০ ও ২০০ টাকা যা ফেরতযোগ্য। আপনি সদস্য হবার মাধ্যমে সহজেই আপনার পাড়াতে বসে আপনার পছন্দের সবচেয়ে সুন্দর ও মনোরম বইগুলো মোবাইল লাইব্রেরি থেকে বাড়ীতে নিয়ে পড়ার সুযোগ পাবেন। মোবাইল লাইব্রেরীর কল্যাণে আপনাকে অর্থব্যয় আর কষ্ট করে দূরের লাইব্রেরি বা অন্যকোন জায়গা থেকে বই এনে পড়তে হবে না। মোবাইল লাইব্রেরি ইউনিটই বিপুল বইয়ের সম্ভার নিয়ে আপনার বাড়ীর দোরগড়ায় হাজির হবে। বই নিয়ে মনীষীরা কত না দামি কথাই বলেছেন, "বই হতে পারে আপনার একজন ভাল বন্ধু।" "বই আপনাকে নিয়ে যেতে পারে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে।" বই এবং বই পড়ার এতসব আয়োজন তখনই সার্থক হবে যখন আপনি ও আপনার পরিবারের সদস্যরা তাদের সহযোগিতার দার খুলে দেবেন।

জাতীয় চিত্তকে দীপান্বিত করে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের এই মোবাইল লাইব্রেরি ইউনিট সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

❑ মোঃ মামুনুর রশীদ (লিয়ন)